আর্থিক অপরাধ এবং সম্মতি (FCC)

For AIBB

First Edition: September 2023
Second Edition: March 2024
Third Edition: June 2024
Fourth Edition: January 2025
Fifth Edition: June 2025

Do not copy or share this material; the author worked hard on it and holds the copyright.

Edited By:

Mohammad Samir Uddin, CFA
Chief Executive Officer
MBL Asset Management Limited
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center, Unlock Your Potential Here.

Price: 350Tk.
For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01310-474402

Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

সূচিপত্র

এসএল	বিস্তারিত	পৃষ্ঠা নং
১	**Module-A:** ***Conceptual Issues and Terminology***	৪-১৮
২	**Module-B:** ***Financial Crime in the Key Functional Areas of Banking***	১৯-২৬
৩	**Module-C:** ***Financial Crime Risk Assessment***	২৭-৩৯
৪	**Module-D:** ***Prevention, Detection and Reporting***	৪০-৫৬
৫	**Module-E:** ***Sanctions, Anti-Bribery and Corruption***	৫৭-৬৭
৬	**Module- F:** ***Financial Crime Control (FCC) for New Economy***	৬৮-৭০
৭	**Module-G:** ***Compliance***	৭১-৭৮
৯	***Short Notes***	৭৯-৯২
	বিগত বছরের প্রশ্ন	৯৩-৯৯

Suggestion:

- ***Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.***
- ***Must read short notes from all chapter.***
- ***MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note.***

Important	Details	Number of Question common in previous years
*****	**Module-A: Conceptual Issues and Terminology**	**23**
***	**Module-B: Financial Crime in the Key Functional Areas of Banking**	**11**
****	**Module-C: Financial Crime Risk Assessment**	**12**
*****	**Module-D: Prevention, Detection and Reporting**	**31**
*****	**Module-E: Sanctions, Anti-Bribery and Corruption**	**15**
	Module-F: Financial Crime Control (FCC) for New Economy	**1**
***	**Module-G: Compliance**	**8**

Syllabus-2024

মডিউল-A: কৃষি অর্থায়ন: কৃষি অর্থায়নের প্রকৃতি, পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা; প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ; কৃষি অর্থায়নের ধরণ—ফসল ভিত্তিক ও অ-ফসল ভিত্তিক; কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়ন—প্রক্রিয়া ও জামানত; কৃষি অর্থায়নের সমস্যা; কৃষি অর্থায়নে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা; কৃষি ঋণের তদারকি ও পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা; পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি আইন; কৃষি অর্থায়নের খাত ও উপ-খাতসমূহ; কৃষি ঋণ বিতরণের পদ্ধতি; কৃষি ঋণে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার; কৃষি খাতে অর্থায়নে ব্যাংকের ভূমিকা; কৃষি ও খামার খাতে অর্থায়নের জন্য প্রণীত নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা।

মডিউল-B: ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র অর্থায়ন: বিকাশ, আইনগত কাঠামো ও পণ্যসমূহ : ক্ষুদ্র ঋণের ঐতিহাসিক বিকাশ; ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র অর্থায়নের ধারণা; ক্ষুদ্র ঋণ ও দারিদ্র্য বিমোচন; বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন সংক্রান্ত সরকারি নীতি ও আইনগত কাঠামো; বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (MRA); জামানতের প্রয়োজনীয়তা ও বিকল্প ব্যবস্থা; সঞ্চয় ও বাধ্যতামূলক আমানত ব্যবস্থা; বীমা, অর্থ প্রদানের সেবা, সামাজিক মধ্যস্থতা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন সেবা।

মডিউল-C: ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (MFIs): ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; লক্ষ্যবস্তু বাজার ও প্রভাব বিশ্লেষণ; আনুষ্ঠানিক, আধা-আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ; প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি ও রূপান্তর; বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং ব্যাংক ও MFIs এর মধ্যে সংযোগ; MFIs-এর সামাজিক সেবাসমূহ।

মডিউল-D: কার্যকর মূলধন, বিশেষ ও অগ্রাধিকার খাত অর্থায়ন: মৎস্য, হাঁস-মুরগি, দুগ্ধ খামার প্রভৃতিতে কার্যকর মূলধনের মূল্যায়ন; উচ্চমূল্যের ফসল, টিস্যু কালচার, তেল পাম চাষ, নার্সারি, লবণ চাষ, খাদ্যশস্য উৎপাদন, রেশম চাষ, ছাদ বাগান, মাশরুম চাষ, পান চাষ ইত্যাদিতে অর্থায়ন; মূল্য শৃঙ্খলা উন্নয়ন ও পণ্য বাজার গঠন।

মডিউল-E: বাংলাদেশের পল্লী অর্থায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষায়িত ব্যাংক ও MFIs-এর ভূমিকা: বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (BKB), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (RAKUB), গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা (ASA), প্রশিকা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB), পিকেএসএফ (PKSF) প্রভৃতির ক্ষুদ্র/পল্লী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা।

মডিউল-F: বিশেষায়িত ব্যাংক ও MFIs-এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন: ঋণ পরিশোধের হার, আর্থিক টেকসইতা, মুনাফাযোগ্যতা, লিভারেজ ও মূলধনের পর্যাপ্ততা; ঋণগ্রহীতার কার্যকারিতা ও দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর প্রভাব বিশ্লেষণ।

মডিউল A:
ধারণাগত সমস্যা এবং পরিভাষা

প্রশ্ন-01. আর্থিক অপরাধ (financial crime) কি? বাংলাদেশের আর্থিক খাতে কোন ধরনের আর্থিক অপরাধ পরিলক্ষিত হয়? BPE-96 তম। BPE-98th. BPE-99th.

আর্থিক অপরাধ হল সম্পত্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ , যার মধ্যে সম্পত্তির মালিকানা (একজন ব্যক্তির) নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহার এবং সুবিধার জন্য বেআইনি রূপান্তর জড়িত। সহজ ভাষায়, আর্থিক অপরাধ হলো অবৈধভাবে অর্থ বা সম্পদ অর্জনের জন্য প্রতারণা বা অসাধু উপায়ে অর্থ ব্যবহার করা। আর্থিক অপরাধের মধ্যে রয়েছে জালিয়াতি, দুর্নীতি, কর ফাঁকি, ঋণ কেলেঙ্কারি এবং অর্থ পাচার। বাংলাদেশের আর্থিক খাতে উল্লেখযোগ্য আর্থিক অপরাধের মধ্যে রয়েছে:

1. **জালিয়াতি:** আর্থিক লাভের জন্য অন্যদের প্রতারিত করা।
2. **দুর্নীতি এবং ঘুষ:** ব্যবসা বা সরকারে প্রভাব বা কর্মের বিনিময়ে অবৈধ সুবিধা।
3. **কর ফাঁকি:** অবৈধভাবে কর প্রদান এড়ানো।
4. **ইনসাইডার ট্রেডিং এবং মার্কেট ম্যানিপুলেশন:** ট্রেড করার জন্য গোপনীয় তথ্য ব্যবহার করা বা বাজারের দাম হেরফের করা।
5. **ঋণ কেলেঙ্কারি:** মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ঋণ প্রাপ্তি।
6. **মানি লন্ডারিং:** অবৈধভাবে প্রাপ্ত অর্থের উৎস গোপন করা।
7. **সন্ত্রাসী অর্থায়ন:** সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়ন।
8. **গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তার অর্থায়ন (WMD):** WMD-এর বিকাশের জন্য আর্থিক সহায়তা।
9. **অনলাইন গেমিং এবং বাজি:** অবৈধ বা অনিয়ন্ত্রিত অনলাইন জুয়া।
10. **হুন্ডি:** অর্থ স্থানান্তরের বৈধ মাধ্যমগুলো ব্যাবহার না করে অসাধুউপায়ে অর্থ স্থানান্তরের পদ্ধতি।

এই অপরাধগুলি আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থাকে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। এটি বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধানে বাধা সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন-02। বাংলাদেশে আর্থিক অপরাধ দমনের প্রধান স্টেকহোল্ডার (main stakeholders)কোনটি?

বাংলাদেশে, আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে জড়িত প্রধান স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে রয়েছে:

1. **রিপোর্টিং অর্গানাইজেশন (ROs):** এই সংস্থার কাজ হলো সন্দেহজনক আর্থিক কার্যকলাপ রিপোর্ট করা।
2. **বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ):** অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কিত আর্থিক লেনদেন বিশ্লেষণের জন্য এটি কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে কাজ করে।
3. **তদন্তকারী সংস্থা:** এ সংস্থা গুলোর মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিরেক্টরেট (সিআইআইডি), জাতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি)। রাজস্ব বোর্ড, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (DNC), এবং পরিবেশ অধিদপ্তর।
4. **গোয়েন্দা সংস্থা:** আর্থিক অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত।
5. **নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ:** বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএসইসি, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ), সমাজসেবা বিভাগ এবং স্ব-নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
6. **বিভিন্ন মন্ত্রণালয়:** বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ইত্যাদি সংস্থা।

উপরোক্ত এই সমস্ত স্টেকহোল্ডাররা আর্থিক অপরাধকে মোকাবেলা করার জন্য চিহ্নিতকরণ, রিপোর্টিং, তদন্ত এবং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-03. "সমস্ত মানি লন্ডারিংই আর্থিক অপরাধ কিন্তু সব আর্থিক অপরাধই মানি লন্ডারিং নয়" কিছু উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করুন। (All money laundering cases are financial crime but all financial crime are not money laundering" please discuss with some examples.)BPE-96 তম । BPE-99th.

"মানি লন্ডারিং হল একটি নির্দিষ্ট ধরনের আর্থিক অপরাধ, কিন্তু সব আর্থিক অপরাধই মানি লন্ডারিং নয়।" অর্থ পাচারের প্রতিটি কাজ একটি আর্থিক অপরাধ হলেও, অনেক আর্থিক অপরাধ রয়েছে যা অর্থ পাচারের সাথে সম্পর্কিত নয়।

মানি লন্ডারিংয়ের উদাহরণ (আর্থিক অপরাধ): কেউ মাদক বিক্রি করে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে তারপরে তারা এই অর্থের অবৈধ উৎস লুকানোর চেষ্টা করে। বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ বিদেশ পাঠায় এবং পুনরায় এ অর্থ বৈধ উৎস হতে এসেছে সে হিসেবে লেনদেন করে। এ সমস্ত কার্যকলাপ মানি লন্ডারিং।

নন-মানি লন্ডারিং আর্থিক অপরাধের উদাহরণ: সঠিক পরিমাণ ট্যাক্স পরিশোধ এড়াতে যথাযথ আয়ের রিপোর্ট না করে একজন ব্যক্তি কর ফাঁকি দিচ্ছেন তিনি আর্থিক অপরাধ করছেন। যাইহোক, এটি অর্থ পাচার নয়, কারন তারা তাদের অর্থের উৎস ছদ্মবেশ করার চেষ্টা করছে না।
সুতরাং, মানি লন্ডারিং যখন একটি আর্থিক অপরাধ হিসাবে গণনা করা হয়, তখন কর ফাঁকি, জালিয়াতি এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবসার মতো আরও অনেক ধরনের আর্থিক অপরাধ থাকে যেগুলি অর্থ পাচারের সাথে জড়িত নয়।

প্রশ্ন-04। কীভাবে একটি ব্যাংক তার গ্রাহকের মানি লন্ডারিং মামলায় জড়িত হতে পারে? উদাহরণ সহ বর্ণনা কর। BPE-97 তম ।
তহবিল পরিচালনায় একটি ব্যাংক ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো গ্রাহকের মানি লন্ডারিং কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারে। অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থকে বৈধ দেখাতে, ব্যাংককে সেই অর্থ জমা, স্থানান্তর বা উত্তোলনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ: একজন গ্রাহক যিনি মাদক পাচার করে অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করেছেন, তিনি এই অর্থ একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করেছেন, তারপরে লেনদেনের সিরিজ সম্পাদন করতে পারে, যেমন বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের মধ্যে উক্ত অর্থ স্থানান্তর, সম্ভবত বিভিন্ন দেশে বা বৈধ ব্যবসায় বিনিয়োগ করা। যদি ব্যাংক এই লেনদেনের সন্দেহজনক প্রকৃতি শনাক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত চেক না করে, তাহলে এটি মানি লন্ডারিং প্রক্রিয়ায় ব্যাংক অনিচ্ছাকৃত অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠে। ব্যাংক সিস্টেম এবং পরিষেবাগুলি এইভাবে অবৈধ তহবিলগুলিকে বৈধতার রুপরেখা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়, যা কর্তৃপক্ষের পক্ষে অর্থের আসল উৎস সনাক্ত করা কঠিন করে তোলে।

প্রশ্ন-05. আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কত উপায়ে আর্থিক অপরাধে জড়িত হতে পারে?
আর্থিক প্রতিষ্ঠান তিনটি প্রধান উপায়ে আর্থিক অপরাধে জড়িত হতে পারে:

1. **ভিকটিম হিসেবে:** এক্ষেত্রে, প্রতারণাকারীরা সরাসরি প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা করে। যেমন: ভুল আর্থিক তথ্য উপস্থাপন, অর্থ আত্মসাৎ, চেক জালিয়াতি, ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি, সিকিউরিটিজ জালিয়াতি এবং পেনশন জালিয়াতি ইত্যাদি। এসব প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের কারণে প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতির সম্মুখীন হয়।
2. **একজন অপরাধী হিসেবে:** এই রকম পরিস্থিতিতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজেই অপরাধ করে। এতে প্রতারণামূলক আর্থিক পণ্য বিক্রি স্ব-কারবার, বা ক্লায়েন্টের তহবিল অপব্যবহার করার মতো কার্যকলাপ জড়িত।
3. **একটি উপকরণ হিসাবে:** উপকরন হিসেবে এটি তখন হয় যখন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি, জ্ঞাতসারে বা অজান্তে, অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য হাতিয়ার বা চ্যানেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর প্রধান উদাহরণ হল মানি লন্ডারিং, যেখানে অবৈধ তহবিলগুলিকে বৈধ দেখানোর জন্য প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা হয়।

এ অপরাধমূলক কর্মকান্ড প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা অভিপ্রায় এবং অসচেতনতায় হতে পারে।

প্রশ্ন-06। অর্থ পাচার এবং আর্থিক অপরাধের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? ওইগুলো কি? BPE-97 তম ।

দৃষ্টিভঙ্গি	অর্থপাচার করা	আর্থিক অপরাধ
1. সংজ্ঞা	এটি একটি প্রক্রিয়া যেখানে অবৈধ তহবিল বৈধ দেখানো হয়।	অবৈধ লাভ বা অর্থের সাথে জড়িত অপরাধ।
2. উদ্দেশ্য	অবৈধভাবে প্রাপ্ত অর্থের উৎস গোপন করা।	অবৈধভাবে অর্থ, সম্পদ বা অন্যান্য সম্পত্তি অর্জন করা।
3. পদ্ধতি	তিনটি পর্যায় জড়িত: বসানো, লেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশন।	জালিয়াতি, আত্মসাৎ, কর ফাঁকি এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত।
4.আইনি কাঠামো	নির্দিষ্ট মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন এবং প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	আর্থিক অসদাচরণ সম্পর্কিত বিস্তৃত আইন দ্বারা আচ্ছাদিত।
5. প্রভাব	প্রাথমিকভাবে আর্থিক ব্যবস্থা এবং অর্থনীতির অখণ্ডতাকে প্রভাবিত করে।	একটি বিস্তৃত প্রভাব আছে, ব্যক্তি, ব্যবসা, এবং জাতীয় অর্থনীতি প্রভাবিত করে।
6. উদাহরণ	মানি লন্ডারিং মাদক পাচার	ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে গোপন (অপ্রকাশিত) তথ্য ব্যবহার করে শেয়ার বা সিকিউরিটিজ লেনদেন করাকে ইনসাইডার ট্রেডিং বলা হয়।

প্রশ্ন-07। মানি লন্ডারিং কি? MLPA, 2012 অনুযায়ী অর্থ পাচারের সংজ্ঞা দাও। BPE-97 তম ।

মানি লন্ডারিং হলো অবৈধ উপায়ে অর্থ স্থানান্তরের পক্রিয়াকে বুঝায়। মানি লন্ডারিং এর মাধ্যমে অবৈধভাবে প্রাপ্ত অর্থ (যেমন মাদক পাচার বা দুর্নীতি থেকে) বৈধ দেখানোর প্রচেষ্টা করা হয়। বাংলাদেশের মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন অ্যাক্ট (এমএলপিএ), 2012 অনুযায়ী, মানি লন্ডারিং-এর মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে:

1. **অবৈধ অর্থের স্থানান্তর:** অপরাধ থেকে অর্জিত অর্থ গ্রহণ এবং অবৈধ উৎসকে আড়াল করার অভিপ্রায়ে এই টাকা স্থানান্তর বা রূপান্তর করা।
2. **অবৈধ উৎস, বা মালিকানা গোপন করা:** অপরাধমূলক আয়ের মূল উৎস বা প্রকৃত মালিকানা লুকানোর চেষ্টা করা।
3. **আইনের দৃষ্টি ফাকি দেওয়া:** অপরাধের সাথে জড়িত কাউকে আইনি দায়িত্ব এড়াতে সহায়তা করা।
4. **অর্থ পাচার:** অবৈধভাবে দেশে বা বাইরে অর্থ স্থানান্তর করা।
5. **প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা এড়িয়ে যাওয়া:** সংশ্লিষ্ট তদারকি অফিসে রিপোর্ট করার আইনি বাধ্যবাধকতা এড়াতে আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করা।

MLPA, 2012 মূলত অর্থ পাচারকে এমন ক্রিয়াকলাপ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে যা অর্থের অবৈধ উৎস লুকিয়ে রাখে বা অপরাধীদের সহায়তা করে।

প্রশ্ন-08। অর্থ পাচার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। BPE-97 তম ।

অথবা, অর্থ পাচারের পর্যায়গুলো আলোচনা কর । . BPE-96 তম । BPE-5th

মানি লন্ডারিং প্রক্রিয়ার তিনটি মূল পর্যায় জড়িত:

1. **স্থান নির্ধারণের পর্যায়:** ব্যাংক সনাক্তকরণ এড়াতে ছোট আমানত বা নগদ জমা, বৈদেশিক মুদ্রা কেনা বা বৈধ ব্যবসায়িক রাজস্বের সাথে অবৈধ তহবিল মিশ্রিত করার মতো পদ্ধতির মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবর্তিত হয়।

2. **লেয়ারিং স্টেজ:** এখানে লক্ষ্য হল জটিল লেনদেনের মাধ্যমে অর্থের উৎপত্তিকে অস্পষ্ট করা। এর মধ্যে অ্যাকাউন্ট বা দেশের মধ্যে তহবিল স্থানান্তর, ব্যবসায় বিনিয়োগ বা অর্থের উৎস ছদ্মবেশী বিভিন্ন আর্থিক বিনিয়োগ করা।

3. **ইন্টিগ্রেশন পর্যায়:** চূড়ান্ত ধাপে অর্থ পাচার করা অর্থকে এমনভাবে অর্থনীতিতে পুনঃএকত্রিত করে যা বৈধ বলে মনে হয়। এটি হতে পারে ঋণ, রিয়েল এস্টেট বা বিলাস দ্রব্যে বিনিয়োগ বা এটিকে জামানত হিসাবে ব্যবহার করে কার্যকরভাবে অর্থের অপরাধমূলক উৎস লুকিয়ে রাখা এবং সন্দেহ ছাড়াই এটি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া।

প্রশ্ন-09। মিস্টার এক্স নামে এক সরকারি কর্মচারী সেবা দেওয়ার বিনিময়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৫০ লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছেন। তারপর তিনি 25 লক্ষ টাকা তার বাড়ির একটি নিরাপদ স্থানে রেখে বাকিটা তার শ্যালককে দিয়ে দেন, জনাব ওয়াই তার নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এইচপি ব্যাংক লিমিটেড এ টাকা জমা দেন। এটা কি মানি লন্ডারিং এর আওতায় পড়ে? আপনার উত্তরের কারণ দিন। খ. উপরের দৃশ্যে, কাদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ আনা হবে এবং কেন? গ. ব্যাঙ্ক এইচপি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের দ্বারা কী যথাযথ পরিশ্রমের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?

হ্যাঁ, এটি মানি লন্ডারিংয়ের আওতায় পড়ে। মানি লন্ডারিং হল অবৈধ কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত অর্থকে বৈধ হিসাবে ছদ্মবেশী করা। মিস্টার এক্স ঘুষের মাধ্যমে অর্থ অর্জন (একটি বেআইনি কার্যকলাপ) এবং মিস্টার ওয়াই এর মাধ্যমে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করার মাধ্যমে এটিকে বৈধ করার মাধ্যমে অর্থ পাচার করার চেষ্টা করে।

খ. মিস্টার এক্স এবং মিস্টার ওয়াই উভয়কেই মানি লন্ডারিংয়ের জন্য অভিযুক্ত করা যেতে পারে। বেআইনি তহবিল প্রাপ্তির জন্য এবং এর উৎস লুকানোর চেষ্টা করার জন্য মিস্টার এক্স, এবং মিঃ ওয়াই এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা দিয়ে, তহবিলগুলিকে তাদের অবৈধ উৎস থেকে আলাদা করার জন্য একটি স্তর হিসাবে কাজ করে।

গ. এইচপি ব্যাংক লিমিটেডের উচিত কঠোর যথাযথ অধ্যবসায়মূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা যার মধ্যে রয়েছে:

- বৃহৎ আমানতের উৎস সনাক্তকরণ ও যাচাই করা।
- অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কার্যকলাপের জন্য লেনদেন পর্যবেক্ষণ করা।
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন করা।
- অর্থ পাচারের লক্ষণ চিনতে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

এই ব্যবস্থাগুলি মানি লন্ডারিং কার্যক্রম সনাক্ত এবং প্রতিরোধে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-10। মানি লন্ডারিং অপরাধ সম্পূর্ণ করার জন্য সব ধাপ অনুসরণ করা কি অপরিহার্য? উদাহরণ সহ বর্ণনা করুন। BPE-96 তম ।

না , মানি লন্ডারিং অপরাধ সম্পূর্ণ করার জন্য সমস্ত ধাপ অনুসরণ করা অপরিহার্য নয়। মানি লন্ডারিং সাধারণত তিনটি পর্যায় জড়িত: প্লেসমেন্ট, লেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশন। যাইহোক, সমস্ত ধাপ সম্পূর্ণ না করেও মানি লন্ডারিং অপরাধ সংঘঠিত করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যক্তি অবৈধভাবে অর্থ লাভ করে এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে (প্লেসমেন্ট) জমা করে সেক্ষেত্রে এটি তাৎক্ষনিক মানি লন্ডারিং হিসাবে বিবেচিত হয়। বৈধ হিসাবে আর্থিক ব্যবস্থায় অবৈধ তহবিল প্রবর্তনের নিছক কাজ একটি মানি লন্ডারিং অপরাধ গঠন করতে পারে। এটি প্রমাণ করে যে সমস্ত পর্যায়ের সমাপ্তি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বশর্ত নয়।

প্রশ্ন-11। অর্থ বা সম্পদের চোরাচালান কি? MLPA, 2012 এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপনার উত্তরটি বিশদ আলোচনা করুন। অর্থ পাচারের সাথে অর্থ বা সম্পদের পাচারের মধ্যে পার্থক্য কী?

অর্থ বা সম্পদের চোরাচালান বলতে বোঝায় কর এড়াতে বা অন্যান্য অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে পণ্য, মুদ্রা বা অন্যান্য সম্পদের অবৈধ চলাচল। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (MLPA), 2012-এর অধীনে, এই কার্যকলাপটি মানি লন্ডারিংয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কারণ এটি অবৈধ তহবিল গোপন করা বা স্থানান্তর জড়িত থাকে।

MLPA, 2012 অর্থপাচারকে এমন কোনো প্রক্রিয়া হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে যা অবৈধ লাভকে বৈধ বলে লুকানোর চেষ্টা করে। চোরাচালানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিরা সাধারণত দেশের বাইরে অবৈধ তহবিল স্থানান্তরিত করে বা কাস্টমসকে না জানিয়ে পন্য আনয়ন করে যার ফলে কর ফাঁকি সংঘঠিত হয়। এই আইনটি শুধুমাত্র কাস্টমস এবং ট্যাক্স আইন লঙ্ঘন করে না বরং অর্থ পাচারে অবদান রাখে, কারণ এটি তহবিল বা সম্পদের অবৈধ উৎসকে অস্পষ্ট করে, তাদের আইনি অর্থনীতিতে একীভূত করে।

দৃষ্টিভঙ্গি	অর্থ চোরাচালান	অর্থপাচার
1. সংজ্ঞা	ট্যাক্স এড়াতে বা অন্যান্য অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে সীমানা জুড়ে পণ্য, মুদ্রা বা সম্পদের অবৈধ চলাচল।	মাদক পাচার বা সন্ত্রাসী অর্থায়নের মতো অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জনের প্রক্রিয়া।
2.প্রাথমিক উদ্দেশ্য	কর ফাঁকি দিতে বা সীমান্তে অবৈধ পণ্য/নগদ স্থানান্তর করা।	অপরাধমূলকভাবে প্রাপ্ত তহবিলের উৎপত্তি ছদ্মবেশ করা।
3. আইনি লঙ্ঘন	শুল্ক ও সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ আইন।	আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে আইন, বিশেষ করে যেগুলি অবৈধ তহবিলের উৎস গোপন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
4. সনাক্তকরণ পয়েন্ট	প্রবেশ/প্রস্থানের সীমানা বা পয়েন্টে।	আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে, লেনদেন বা অ্যাকাউন্ট কার্যক্রমের সময়।
5. উদাহরণ	কর ফাঁকি দিতে সীমান্তে নগদ $1 মিলিয়ন পাচার।	ক্লিন মানি হিসাবে একত্রিত করার জন্য একটি বৈধ ব্যবসার মাধ্যমে মাদক বিক্রি থেকে $1 মিলিয়ন পাচার করা।

প্রশ্ন- 12. মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন অ্যাক্ট (MLPA), 2012 এর ধারা 25-এ উল্লেখিত ROS-এর দায়িত্বগুলি কী কী? BPE-96 তম । BPE-98th. BPE-5th

বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন অ্যাক্ট (MLPA), 2012-এর ধারা 25-এর অধীনে, রিপোর্টিং সংস্থা ROs-এর দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে:

1. **অধ্যবসায়ী রিপোর্টিং** : ROsকে অবশ্যই বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (BFIU) কাছে মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসে অর্থায়নের সাথে সম্পর্কিত সন্দেহজনক কোনো লেনদেনের রিপোর্ট করতে হবে।
2. **রেকর্ড রাখা** : মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়ন সম্পর্কিত যেকোনো তদন্ত বা বিশ্লেষণে সহায়তা করার জন্য সাধারণত পাঁচ বছরের সমস্ত শনাক্তকরণ রেকর্ড এবং লেনদেনের ডেটা রাখতে হবে।
3. **কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন** : অভ্যন্তরীণ নীতি, পদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রণ সহ মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নীতি নির্ধারকদের কার্যকর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।
4. **কর্মচারী প্রশিক্ষণ** : নিশ্চিত করা যে তাদের কর্মচারীরা সঠিকভাবে অর্থ পাচার বা সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি জড়িত হতে পারে এমন লেনদেনগুলিকে চিনতে এবং পরিচালনা করতে প্রশিক্ষিত।

এর মুল লক্ষ্য আর্থিক এবং অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সতর্কতা এবং সহযোগিতা প্রচারের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইকে শক্তিশালী করা।

প্রশ্ন-13। MLPA, 2012-এর অধীনে ROS-এর কোন অ-সম্মতিমূলক বিষয়গুলি শাস্তিযোগ্য? BPE-96 তম ।

মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন অ্যাক্ট (এমএলপিএ), 2012-এর অধীনে বাংলাদেশে রিপোর্টিং অর্গানাইজেশনের (আরও) অ-সম্মতিমূলক সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে যেগুলি শাস্তিযোগ্য:-

1. **রিপোর্ট করতে ব্যর্থতা** : বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর কাছে মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়নের সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন না করা।
2. **অপর্যাপ্ত রেকর্ড রাখা** : প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য সনাক্তকরণ এবং লেনদেনের ডেটার সঠিক রেকর্ড বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়া।
3. **যথাযথ পরিশ্রমের সাথে অ-সম্মতি** : গ্রাহকদের প্রতি যথাযথ অধ্যবসায় না করা বা যথাযথভাবে তাদের পরিচয় যাচাই করতে ব্যর্থ হওয়া।
4. **কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রামের অভাব** : নীতি, নিয়ন্ত্রণ এবং পদ্ধতি সহ মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে একটি ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন না করা।
5. **প্রশিক্ষণে অবহেলা** : মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন সম্পর্কিত লেনদেন গুলি সনাক্তকরণ এবং মোকাবেলা করার বিষয়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে ব্যর্থ হওয়া।

MLPA, 2012-এ বর্ণিত এই দায়িত্বগুলির লঙ্ঘন জরিমানা এবং কারাদণ্ড সহ জরিমানা হতে পারে।

প্রশ্ন-14। একজন ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত মানি লন্ডারিং অপরাধের শাস্তি কি? BPE-97 তম ।

অথবা, ঐ দায়িত্বগুলো পালনে ব্যর্থ হলে যে শাস্তিমূলক বিধানগুলো প্রযোজ্য সেগুলো উল্লেখ করুন। BPE-98th.

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, 2012-এর অধীনে, বাংলাদেশে, মানি লন্ডারিং অপরাধে জড়িত ব্যক্তির শাস্তির মধ্যে রয়েছে:

- **কারাদণ্ড** : সর্বনিম্ন 4 বছর এবং 12 বছর পর্যন্ত।
- **জরিমানা** : অপরাধের সাথে জড়িত সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ জরিমানা বা 10 লাখ বাংলাদেশী টাকা (যেটি বেশি)। জরিমানা না দিলে জরিমানার সমপরিমাণ অতিরিক্ত কারাদণ্ড হতে পারে।
- **সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা** : আদালত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থ পাচার বা কোনো অপরাধমূলক অপরাধের সাথে জড়িত বা জড়িত থাকলে রাষ্ট্রের পক্ষে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিতে পারে।

এই কাঠামোটি বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থা যাহা অর্থ পাচারের সাথে জড়িত ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলিকে অবৈধ কার্যকলাপ হতে বিরত থাকাতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-15. predicate অপরাধ কি? ১০টি অপরাধমূলক কার্যক্রম উল্লেখ করুন। মানি লন্ডারিং মামলা তদন্ত করার জন্য কোন সংস্থাগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে? BPE-98th. BPE-5th

প্রিডিকেট অপরাধ এমনভাবে অর্থ তৈরি করে যা ধুয়ে ফেলা যায় বা অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (MLPA) অনুযায়ী, প্রিডিকেট অপরাধের মধ্যে দুর্নীতি, ঘুষ, প্রতারণা, জালিয়াতি, অবৈধ অস্ত্র বাণিজ্য, মাদক পাচার, অপহরণ, হত্যা, মানব পাচার এবং অন্যান্য অনেক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত। এই অপরাধগুলোকে মূল অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় যার ফলস্বরূপ প্রাপ্ত অর্থ পরবর্তীতে মানি লন্ডারিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা মানি লন্ডারিং তদন্ত এবং প্রসিকিউশনের ভিত্তি তৈরি করে। এখানে দশটি

উদাহরণ দেওয়া হলো:

1. প্রতারণা – আর্থিক লাভের জন্য প্রতারণামূলক কাজ।
2. মাদক পাচার – নিষিদ্ধ মাদকের অবৈধ বন্টন।
3. মানব পাচার – শ্রম বা যৌন শোষণের জন্য মানুষকে ব্যবহার।
4. সন্ত্রাসবাদ – রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভয় প্রদানের জন্য সহিংস কার্যকলাপ।
5. দুর্নীতি – ব্যক্তিগত লাভের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার।
6. কর ফাঁকি – অবৈধভাবে কর পরিশোধ না করা।
7. আত্মসাত – তহবিলের অপব্যবহার।
8. ঘুষ – অবৈধ পুরস্কার প্রদান বা গ্রহণ।
9. চাঁদাবাজি – জোর বা হুমকির মাধ্যমে কিছু পাওয়া।
10. জালিয়াতি – নকল পণ্য বা মুদ্রা উৎপাদন। এই অপরাধগুলো প্রায়ই আরো জটিল অপরাধমূলক কার্যক্রমের ভিত্তি তৈরি করে।

বাংলাদেশে, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এবং সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলীর অধীনে, মানি লন্ডারিং মামলার তদন্তের জন্য বেশ কয়েকটি সংস্থা ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এর মধ্যে রয়েছে:

1. বাংলাদেশ ব্যাংক, বিশেষ করে তার বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU)।
2. দুর্নীতি দমন কমিশন (ACC)।
3. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেমন পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (RAB), এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (BGB)। এই সংস্থাগুলো একসঙ্গে কাজ করে মানি লন্ডারিং শনাক্ত, তদন্ত এবং প্রতিরোধ করে, যাতে অপরাধমূলকভাবে অর্জিত অর্থের উৎস গোপন করা না যায়।

প্রশ্ন-16। BFIU কি? BFIU এর প্রধান কাজ ও দায়িত্ব কি কি? BPE-97 তম ।
অথবা, বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU)-এর মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে কী ভূমিকা রয়েছে? BPE-98th. BPE-99th. BPE-5th

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) হল মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (এমএলপিএ) 2002 এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা, যা 2012 সালে পুনঃনামকরণ করা হয়েছে, মানি লন্ডারিং (এমএল), সন্ত্রাসী অর্থায়ন (টিএফ), এবং প্রলিফারেশন ফাইন্যান্সিং (পিএফ) এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

1. **বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন:** এসটিআর/এসএআর, সিটিআর এবং তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ থেকে আর্থিক বুদ্ধিমত্তা গ্রহণ করে, বিশ্লেষণ করে এবং তৈরি করে।
2. **ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট:** STRs/SARs এবং CTR-এর সমস্ত ডাটাবেস রক্ষণাবেক্ষণ করে।
3. **নির্দেশিকা ও তত্ত্বাবধান:** ML, TF, এবং PF প্রতিরোধ করার জন্য নির্দেশিকা জারি করে; সম্মতির জন্য রিপোর্টিং সংস্থাগুলির তত্ত্বাবধান করে।
4. **আন্তর্জাতিক সম্মতি:** পিএফ-এর উপর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজোলিউশন বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে এবং FATF এবং EGMONT গ্রুপের মতো বিশ্বব্যাপী সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করে।
5. **প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা:** প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং নিয়ন্ত্রক, আইন প্রয়োগকারী এবং আন্তর্জাতিক FIU সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করে।
6. **নীতি বাস্তবায়ন:** এএমএল এবং সিএফটি জাতীয় কমিটির জন্য সচিবালয় হিসাবে কাজ করে এবং নীতি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে।
7. **জনসচেতনতা:** ML, TF, এবং PF কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করে।

এই পয়েন্টগুলি আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রচেষ্টা বৃদ্ধিতে বিএফআইইউ-এর বিস্তৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রশ্ন-17। সন্দেহজনক লেনদেন সংক্রান্ত সন্ত্রাসবিরোধী আইন (ATA), 2009 এর ধারা 15 এবং 20A এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব কী?

1. **প্রতিবেদন বিশ্লেষণ:** সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদনের অনুরোধ এবং বিশ্লেষণ করা।
2. **অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ:** 30 দিনের জন্য অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা অথবা সন্ত্রাস-সংযুক্ত সন্দেহের জন্য 6 মাস পর্যন্ত বাড়ানো।
3. **এজেন্সি তত্ত্বাবধান:** রিপোর্টিং এজেন্সিগুলির কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা।
4. **প্রতিরোধমূলক দিকনির্দেশ:** সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং WMD বিস্তার রোধে নির্দেশনা দেওয়া।
5. **কমপ্লায়েন্স মনিটরিং:** কমপ্লায়েন্স চেক এবং অন-সাইট পরিদর্শন পরিচালনা করা।
6. **প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা:** সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণ এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
7. **আইন প্রয়োগকারী সহযোগিতা:** তদন্তে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করুন এবং সহযোগিতা করা।
8. **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা:** আদালত বা আন্তর্জাতিক নির্দেশনা অনুযায়ী তহবিল নিষ্পত্তি সহ বিদেশী অপরাধের জন্য বা আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে অ্যাকাউন্ট জব্দ করা।

প্রশ্ন-18। BFIU এর কাছে কী ধরনের রিপোর্ট ব্যাংককে রিপোর্ট করতে হয়? BFIU কত দিনের জন্য একটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতে পারে? BPE-97th. BPE-99th.

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ আইন, ২০০৯-এ উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU)-এর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে আপনার প্রশ্নগুলোর মূল বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো।

1. **রিপোর্ট অনুসন্ধান করে ব্যাংকগুলিকে অবশ্যই BFIU-এর কাছে জমা দিতে হবে** : রিপোর্টিং সংস্থা হিসাবে ব্যাংক গুলিকে BFIU-তে দুটি প্রাথমিক ধরনের রিপোর্ট জমা দিতে হবে:
    - **i.নগদ লেনদেনের প্রতিবেদন** : ব্যাংকের মধ্যে সংঘঠিত উল্লেখযোগ্য নগদ লেনদেনের প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।
    - **ii. সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন** : ব্যাংকে কোনো গ্রাহকের লেনদেন যদি অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক বলে মনে হয় যে এটি মানি লন্ডারিং বা অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত তাহলে এটি প্রতিবেদন আকারে BFIU-এর কাছে জমা প্রদান করতে হবে।

2. **BFIU দ্বারা একটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার সময়কাল** : উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী:
    - বিএফআইইউ-এর ক্ষমতা আছে যে কোনো রিপোর্টিং প্রতিষ্ঠানকে কোনো অ্যাকাউন্টের লেনদেন স্থগিত বা ফ্রিজ করার জন্য আদেশ জারি করার ।
    - সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বার হতে পারে ।
    - প্রতিটি সাসপেনশন বা হিমায়িত সময়কাল 30 (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে ।

এই ব্যবস্থাগুলি মানি লন্ডারিং এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য BFIU-এর প্রচেষ্টার অংশ। BFIU কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকগুলি এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-19। রিপোর্টিং সংস্থাগুলির দায়িত্ব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

MLPA-এর ধারা 25(1) এ বর্ণিত মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ করার জন্য রিপোর্টিং সংস্থাগুলিকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও দায়িত্ব পালন করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে:

1. গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট সক্রিয় থাকাকালীন তাদের পরিচয় সম্পর্কে সঠিক এবং সম্পূর্ণ তথ্য রাখা।
2. একটি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার পরে, তাদের অবশ্যই সেই অ্যাকাউন্টের সমস্ত রেকর্ড এবং কমপক্ষে পাঁচ বছরের জন্য তার লেনদেন বজায় রাখতে হবে।
3. অনুরোধের ভিত্তিতে তাদের অবশ্যই বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কে গ্রাহকের পরিচয় এবং অ্যাকাউন্ট লেনদেনের তথ্য প্রদান করতে হবে।
4. তারা অবিলম্বে এবং সক্রিয়ভাবে BFIU-কে "সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন" হিসাবে সন্দেহজনক বা সন্দেহজনক বলে মনে হয় এমন কোনও লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা রিপোর্ট করতে বাধ্য থাকা।

প্রশ্ন-20। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কে সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট করার জন্য কতটি রিপোর্টিং অর্গানাইজেশন (আরওএস) রয়েছে । ROS এর নাম লিখ। BPE-96 তম । BPE-98th. BPE-5th

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট করার জন্য 17 ধরনের রিপোর্টিং অর্গানাইজেশন (আরও) স্বীকৃতি দেয়। এর মধ্যে রয়েছে:

1. ব্যাংক
2. আর্থিক প্রতিষ্ঠান
3. বীমাকারীরা
4. মানি চেঞ্জার
5. অর্থ প্রেরণ বা স্থানান্তরের জন্য কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান
6. ব্যবসা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান
7. স্টক ডিলার এবং স্টক ব্রোকার
8. পোর্টফোলিও ম্যানেজার এবং মার্চেন্ট ব্যাংকার
9. সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান
10. সম্পদ ব্যবস্থাপক
11. অলাভজনক সংস্থা (NPOs)
12. বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)
13. সমবায় সমিতি
14. রিয়েল এস্টেট ডেভেলপাররা
15. মূল্যবান ধাতু বা পাথরের ডিলার
16. ট্রাস্ট এবং কোম্পানি পরিষেবা প্রদানকারী
17. আইনজীবী, নোটারি, অন্যান্য আইনী পেশাদার এবং হিসাবরক্ষক

উপরন্তু, সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য বিএফআইইউ সরকারি অনুমোদনের মাধ্যমে অন্য প্রতিষ্ঠানকেও রিপোর্টিং সংস্থা হিসেবে যুক্ত করতে পারে।

প্রশ্ন-21। রিপোর্টিং অর্গানাইজেশন (RO) দ্বারা বিএফআইইউ-কে টিপ অফ করা এবং মিথ্যা তথ্য প্রদানের জন্য শাস্তির বিধান লিখুন।

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কে মিথ্যা তথ্য প্রদানের জন্য রিপোর্টিং সংস্থাকে 20,000 টাকা থেকে 5 লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হয়। এক আর্থিক বছরে তিনবারের বেশি জরিমানা করা হলে, বিএফআইইউ সংস্থার নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা যায় যার ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অতিরিক্তভাবে, অ-সম্মতি বা জ্ঞাতসারে মিথ্যা তথ্য জমা দেওয়ার জন্য, জরিমানা 25 লাখ টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে, বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষমতা রয়েছে, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থতা বাংলাদেশ ব্যাংককে সংস্থার অ্যাকাউন্ট ডেবিট করে বকেয়া পুনরুদ্ধার করতে দেয় এবং অমীমাংসিত অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য আদালতে জড়িত হতে পারে।

যদি কোন রিপোর্টিং অর্গানাইজেশন (RO) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে, তাহলে শাস্তি নিম্নরূপ:

1. BFIU RO এর উপর জরিমানা ধার্য করতে পারে 20,000 টাকার কম কিন্তু 5 লক্ষ টাকার বেশি নয়।
2. যদি কোনো RO-কে একটি আর্থিক বছরে তিনবারের বেশি জরিমানা করা হয়, BFIU RO বা এর শাখা, পরিষেবা কেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করতে পারে, যার ফলে বাংলাদেশে এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিএফআইইউ সংস্থার বিরুদ্ধে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নিবন্ধন বা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকেও অবহিত করবে।

অধিকন্তু, যদি কোনো RO বাংলাদেশ ব্যাংকের জারি করা নির্দেশনা মেনে চলতে ব্যর্থ হয় বা জেনেশুনে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে:

1. রিপোর্টিং সংস্থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে।
2. বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের মধ্যে এজেন্সি বা এর অপারেশনাল ইউনিটের নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করতে পারে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারে।
3. জরিমানা পরিশোধ না করা হলে, বাংলাদেশ ব্যাংক অন্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে RO-এর অ্যাকাউন্ট ডেবিট করে অর্থ পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং প্রয়োজনে, অপ্রদেয় অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য আদালতে আবেদন করতে পারে।

প্রশ্ন-22। BFIU দ্বারা জারি করা ML/TF ঝুঁকি মূল্যায়ন নির্দেশিকা অনুসারে একটি ব্যাংকের ঝুঁকি মূল্যায়ন কাঠামো বর্ণনা করুন। BPE-97 তম।

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে ব্যাংকগুলির জন্য এমএল/টিএফ ঝুঁকি মূল্যায়ন কাঠামোটি ব্যাংকগুলিকে শনাক্তকরণ, মূল্যায়ন এবং কার্যকরভাবে মানি লন্ডারিং (এমএল) এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন (এমএল) সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলিকে প্রশমিত করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এই কাঠামোটি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) এর সুপারিশ 1 এর সাথে সারিবদ্ধ, যা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং মনোনীত অ-আর্থিক ব্যবসা এবং পেশাগুলিকে (DNFBPs) তাদের ML/TF ঝুঁকিগুলি সক্রিয়ভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য করে।

মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন রুলস (এমএলপিআর) 2019-এর নিয়ম 10 অনুসারে, ব্যাংকগুলিকে তাদের ব্যবসা, পণ্য বা পরিষেবার প্রকৃতি, অপারেশনের দেশ এবং ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমিক ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হবে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (এমএলপিএ), 2012 এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইন (এমএলপিএ) দ্বারা প্রদত্ত কর্তৃপক্ষের অধীনে প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রতিষ্ঠা এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন (এএমএলএন্ড সিএফটি) শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-23। FATF কি? 10টি FATF সুপারিশ লিখুন।

ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) হল একটি আন্তঃসরকারি সংস্থা যা 1989 সালে প্যারিসে তাদের বার্ষিক অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলনের সময় গ্রুপ অফ সেভেন (G-7) দেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। FATF এর লক্ষ্য আন্তর্জাতিক অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দেওয়া। এটি তার প্রাথমিক G-7 ফ্রেমওয়ার্ক থেকে বিকশিত হয়েছে যা বিশ্বব্যাপী সরকারগুলিকে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) নির্দেশিকা প্রদান করে। FATF-এর সুপারিশগুলি বিশ্বব্যাপী ব্যাঙ্কিং অনুশীলন, আইনি কাঠামো এবং মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সরকারী কার্যক্রমকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে। সংস্থাটি প্যারিসে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার (ওইসিডি) পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করে, যেখানে এটি তার সচিবালয় রক্ষণাবেক্ষণ করে।

FATF 40 সুপারিশগুলি হল দেশগুলির জন্য মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নির্দেশিকাগুলির একটি বিস্তৃত সেট। এখানে এই সুপারিশগুলির মধ্যে 10টি রয়েছে:

1. ঝুঁকি মূল্যায়ন করুন এবং একটি ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা।
2. জাতীয় সহযোগিতা ও সমন্বয় করা।
3. মানি লন্ডারিং অপরাধ এবং বাজেয়াপ্ত ব্যবস্থা সংজ্ঞায়িত করা।

4. বিশদ সন্ত্রাসী অর্থায়ন অপরাধ এবং সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।
5. সন্ত্রাসবাদ এবং বিস্তার সম্পর্কিত লক্ষ্যবস্তু আর্থিক নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করা।
6. আইনী ব্যক্তিদের স্বচ্ছতা এবং উপকারী মালিকানা নিশ্চিত করা।
7. ML/TF এর বিরুদ্ধে আর্থিক ব্যবস্থা এবং এর নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করা।
8. আইন প্রয়োগকারী এবং অপারেশনাল ব্যবস্থার ভূমিকা উন্নত করা।
9. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং পারস্পরিক আইনি সহায়তা প্রচার করা।
10. গ্রাহকের যথাযথ অধ্যবসায় এবং রেকর্ড-কিপিং সঞ্চালনের জন্য রিপোর্টিং সংস্থাগুলির প্রয়োজন।

এই সুপারিশগুলির লক্ষ্য আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ এবং বিচার এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য একটি শক্তিশালী বৈশ্বিক কাঠামো তৈরী করতে সহায়তা করতে পারে।

প্রশ্ন-24। FATF এর উদ্দেশ্য কি?

FATF এর উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে মান নির্ধারণ করা এবং মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসী অর্থায়ন এবং আর্থিক অখণ্ডতার জন্য হুমকির বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা। এটি সদস্যদের অগ্রগতি নিরীক্ষণ করে, ML/TF কৌশলগুলি পর্যালোচনা করে এবং এর মানগুলিকে বিশ্বব্যাপী গ্রহণে উৎসাহিত করে। FATF আইনী কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী AML/CFT সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় ফলাফলের উপর ফোকাস করে। এটি একটি সমন্বিত বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্যে, আইনি ও কর্মক্ষম ব্যবস্থা বৃদ্ধি এবং আর্থিক অপরাধ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন-25। আপনি FATF সদস্য এবং পর্যবেক্ষকদের সম্পর্কে কি জানেন? আপনি অ-সহযোগী দেশ এবং অঞ্চল (NCCTs) দ্বারা কি বোঝেন?

ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) 37টি সদস্যের Jurisdiction এবং 2টি আঞ্চলিক সংস্থা নিয়ে গঠিত, যা বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় আর্থিক কেন্দ্রগুলিকে কভার করে। এটি মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার উপর জোর দেয়। FATF এর অ-সহযোগী দেশ ও অঞ্চলে NCCT মাধ্যমে মানি লন্ডারিং নিয়ন্ত্রনের ইতিহাস রয়েছে।

FATF এর 40 টি সুপারিশের সাথে সংযুক্ত 25টি নীতিমালা ব্যবহার করে তাদের এন্টি-মানি লন্ডারিং সিস্টেমে উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা চিহ্নিত করা মূল লক্ষ্য। এই সিস্টেমগুলিকে উন্নত করার জন্য 24টি Jurisdiction তাদের চাপ দিয়েছে। আজকাল, FATF এএমএল/সিএফটি ঘাটতিগুলির সাথে এখতিয়ারগুলি হাইলাইট করে চলেছে, উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলি চিহ্নিত করার জন্য G-20 নির্দেশাবলীর প্রতিক্রিয়া হিসাবে বছরে তিনবার সার্বিক ফলাফল আপডেট করে।

অ-সহযোগী দেশ এবং অঞ্চলসমূহ FATF দ্বারা চিহ্নিত। **FATF** এর এখতিয়ার হল অপর্যাপ্ত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নিয়ন্ত্রণ বা বৈশ্বিক AML/CFT প্রচেষ্টায় সহযোগিতা না করা। 2000 সালে সূচিত NCCT প্রক্রিয়া, সমস্ত আর্থিক কেন্দ্রগুলিকে অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থার দুর্বলতা হ্রাস করার লক্ষ্যে করছে। NCCT হিসাবে তালিকাভুক্ত Jurisdiction তাদের AML/CFT সিস্টেমগুলিকে সংস্কার করার জন্য আন্তর্জাতিক চাপের সম্মুখীন হয়েছে। এই তালিকা এখন এমন একটি প্রক্রিয়ায় রূপ নিয়েছে, যা AML/CFT ব্যবস্থায় বড় ঘাটতি থাকা দেশগুলোকে শনাক্ত করে। এতে উচ্চ-ঝুঁকির এসব দেশের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ হয়, ফলে বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থা সুরক্ষিত থাকে।

প্রশ্ন-26। FATF সুপারিশ অনুসারে ভার্চুয়াল সম্পদ (VA) এবং ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারী (VASPS) সংজ্ঞায়িত করুন। BPE-96 তম। BPE-99th.

ভার্চুয়াল সম্পদ (VAs) হল মূল্যের ডিজিটাল উপস্থাপনা যা ডিজিটালভাবে লেনদেন করা যায় এবং ফিয়াট মুদ্রার ডিজিটাল উপস্থাপনা বাদ দিয়ে অর্থপ্রদান বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডার (VASPs) হল এমন ব্যবসা বা ব্যক্তি যারা নিম্নলিখিতগুলির এক বা একাধিক সম্পর্কিত পরিষেবা প্রদান করে: সম্পদ এবং ফিয়াট মুদ্রার মধ্যে বিনিময়; সম্পদের এক বা একাধিক ফর্মের মধ্যে বিনিময়; ভার্চুয়াল সম্পদ স্থানান্তর; ভার্চুয়াল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ সক্ষম করে ভার্চুয়াল সম্পদ বা উপকরণগুলির সুরক্ষা এবং ভার্চুয়াল সম্পদ বিক্রয় সম্পর্কিত আর্থিক পরিষেবার বিধান রয়েছে। এই গুলি FATF Recommendations সাথে সারিবদ্ধ, VA এবং VASP এর সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি মূল্যায়ন এবং হ্রাস করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

প্রশ্ন-27। কিভাবে VA এবং VASPS ব্যাংক এবং এর গ্রাহকদের জন্য ML এবং TF ঝুঁকি তৈরি করে? BPE-96 তম । BPE-99th.

ভার্চুয়াল অ্যাসেটস (VAs) এবং ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডার (VASPs) তাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে ব্যাংক এবং তাদের গ্রাহকদের জন্য মানি লন্ডারিং (ML) এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন (TF) ঝুঁকির বিবরন দেয়। বেনামী এবং VA-এর বিশ্বব্যাপী তহবিলের উৎসকে অস্পষ্ট করতে পারে, এটি অবৈধ আর্থিক প্রবাহ সনাক্ত করা এবং ট্র্যাক করা চ্যালেঞ্জিং করে তোলে। VASPs একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল ডিজিটাল পরিবেশে কাজ করে।

VA ও VASPs-এর মাধ্যমে লেনদেন দ্রুত হয় এবং তা অনেক সময় সীমান্ত পেরিয়ে যায়, যা পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিং প্রক্রিয়াকে জটিল করে তোলে। ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের গ্রাহকরা মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকিতে বেশি পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে যথাযথ অধ্যবসায়, ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ, এবং এই উদীয়মান ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে পরিচালনা ও প্রশমিত করার জন্য ব্যাংকগুলোর দ্বারা অত্যাধুনিক সরঞ্জাম এবং অনুশীলনের বিকাশ প্রয়োজন।

প্রশ্ন-28। 'আর্থিক ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর ML এবং 10 TF ঝুঁকি কমাতে পারে সেইসাথে এটি অতিরিক্ত ML এবং TF ঝুঁকি তৈরি করতে পারে' কিছু উদাহরণ সহ বর্ণনা করুন। BPE-96 তম ।BPE-99th.

আর্থিক ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর মানি লন্ডারিং (এমএল) এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন (টিএফ) ঝুঁকির ল্যান্ডস্কেপকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ডিজিটাল শনাক্তকরণ এবং যাচাইকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের পরিচয় সঠিকভাবে সনাক্ত এবং যাচাই করার ক্ষমতা বাড়ায় অন্যদিকে প্রতারণামূলক অ্যাকাউন্ট এবং কার্যকলাপের ঝুঁকি হ্রাস করে। স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম এবং মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমগুলি রিয়েল-টাইমে প্রচুর পরিমাণে লেনদেন ডেটা বিশ্লেষণ করতে পারে, সন্দেহজনক প্যাটার্নগুলি সনাক্ত করতে পারে যা ML বা TF নির্দেশ করতে পারে, যার ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত হয়।

বিপরীতভাবে, একই ডিজিটাল অগ্রগতি নতুন দুর্বলতা তৈরি করে। সাইবার অপরাধীরা সনাক্তকরণ এড়াতে ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো বেনামী-বর্ধক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সীমান্ত জুড়ে তহবিলের দ্রুত চলাচলের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে পারে। অধিকন্তু, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের গতি নিয়ন্ত্রক এবং আইন প্রয়োগকারীর ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, এমন ফাঁক রেখে যা অবৈধ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। ডিজিটাল রূপান্তরের এই দ্বৈত-ধারী প্রকৃতি ডিজিটাল যুগে এমএল এবং টিএফ-এর সাথে যুক্ত ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য নিয়ন্ত্রক, সম্মতি এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে ক্রমাগত উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

প্রশ্ন-29। FATF-স্টাইলের আঞ্চলিক সংস্থাগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর?

এফএটিএফ-স্টাইল আঞ্চলিক সংস্থা হল বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক ফাইটিং মানি লন্ডারিং (এমএল) এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন (টিএফ) এর অপরিহার্য উপাদান। এই আঞ্চলিক সংস্থাগুলি ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) দ্বারা নির্ধারিত মানগুলি মেনে চলে এবং তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের মধ্যে এই মানগুলি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে। FSRBs AML/CFT প্রচেষ্টায় আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের সুবিধা দেয়। এটি পারস্পরিক সহায়তা প্রদান করে এবং FATF-এর পারস্পরিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অনুরূপ সমকক্ষ পর্যালোচনা পরিচালনা করে।

এফএটিএফ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মানানসই করে, এফএসআরবিগুলি নিশ্চিত করে যে তাদের এখতিয়ারের মধ্যে থাকা দেশগুলি তারা যে অনন্য ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হয় তা কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে এবং হ্রাস করতে পারে। এই পদ্ধতি ML/TF কার্যক্রমে আঞ্চলিক সূক্ষ্মতাকে মোকাবেলা করে এমন লক্ষ্যবস্তু কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইকে উন্নত করে।

প্রশ্ন-30। APG কি? কি Egmont গ্রুপ? এএমএল/সিএফটি-তে তাদের কাজ কী? BPE-99th.

এশিয়া/প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানি লন্ডারিং (এপিজি) হল একটি FATF-শৈলীর আঞ্চলিক সংস্থা (FSRB) যা এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উপর কাজ করে। এটি সদস্যদের এএমএল/সিএফটি-তে আন্তর্জাতিক মান গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রচারের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং (এমএল) এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন (টিএফ) এর বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্য রাখে। APG আঞ্চলিক সহযোগিতার সুবিধা দেয়, পারস্পরিক মূল্যায়ন পরিচালনা করে এবং তাদের AML/CFT শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এর সদস্যদের প্রযুক্তিগত সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

এগমন্ট গ্রুপ হল একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা সারা বিশ্বের আর্থিক বুদ্ধিমত্তা ইউনিট (FIUs) নিয়ে গঠিত। এটি ML এবং TF-এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দক্ষতা এবং আর্থিক বুদ্ধিমত্তার নিরাপদ বিনিময়ের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে । এগমন্ট গ্রুপ সদস্যদের মধ্যে আরও ভালো যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে, জাতীয় এফআইইউ-এর উন্নয়নে সহায়তা করে এবং বিশ্বব্যাপী AML/CFT ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়ন প্রচার করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ায়।

প্রশ্ন-31। এগমন্ট গ্রুপের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কী কী সুবিধা পাচ্ছে? BPE-97 তম ।

এগমন্ট গ্রুপের সদস্য হিসেবে, বাংলাদেশ তার অর্থ পাচারবিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হয়। সদস্যপদ বাংলাদেশকে আর্থিক বুদ্ধিমত্তার আদান-প্রদানের জন্য একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার প্রদান করে, যা ML এবং TF সম্পর্কিত আন্তঃসীমান্ত আর্থিক লেনদেন সনাক্তকরণে গুরুত্বপূর্ণ। এটি বিশ্বব্যাপী আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের (FIUs) মধ্যে রিয়েল-টাইম তথ্য আদান-প্রদানের সুবিধা দেয়, যা বাংলাদেশকে মূল্যবান আর্থিক গোয়েন্দা তথ্য পেতে এবং প্রদান করতে সক্ষম করে যা মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের মামলার তদন্ত ও বিচারকে সহায়তা প্রদান করে।

উপরন্তু, এগমন্ট গ্রুপের অংশ হওয়া বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক দক্ষতা এবং এএমএল/সিএফটি-তে সর্বোত্তম অনুশীলনের সুযোগ দেয়, আরও শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ আর্থিক মনিটরিং এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই বৈশ্বিক সহযোগিতা অবৈধ আর্থিক প্রবাহের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য তার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে।

প্রশ্ন-32। কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় টাস্কফোর্সের কাঠামো লেখ।

মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন (এএমএল/সিএফটি) রোধে এ নথিটি বাংলাদেশে বিভাগীয় টাস্কফোর্সের গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এই টাস্কফোর্স বিভাগীয় AML/CFT কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং উন্নত করার জন্য বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভাগীয় অফিসের অফিস প্রধানদের নেতৃত্বে, তাদের সদস্যপদে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন, কাস্টমস, আয়কর, সমাজসেবা এবং বিভিন্ন ব্যাংকের মতো বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাদের প্রধান কাজগুলির মধ্যে রয়েছে প্রাসঙ্গিক সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় করা, AML/CFT প্রচেষ্টার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা, AML/CFT বাস্তবায়নে বাধাগুলির বিরুদ্ধে উদ্যোগ নেওয়া এবং চোরাচালান ও পাচারের মতো সমস্যাগুলি সমাধান করা।

Q-33. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা (MLPR), ২০১৯ অনুযায়ী কোন সংস্থাগুলোকে মানি লন্ডারিং মামলার তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে?

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা (MLPR), ২০১৯ অনুযায়ী বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং মামলার তদন্তের জন্য বিভিন্ন সংস্থাকে মনোনীত করা হয়েছে। এই সংস্থাগুলো নিজস্বভাবে বা প্রয়োজনে যৌথভাবে তদন্ত পরিচালনা করতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী অপরাধগুলোর উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট তদন্তকারী সংস্থাগুলো হলো:

- দুর্নীতি দমন কমিশন (ACC)
- মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (DNC)
- ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (CID), বাংলাদেশ পুলিশ
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC)
- বাংলাদেশ কাস্টমস
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)
- পরিবেশ অধিদপ্তর

এই সংস্থাগুলো তাদের নিজ নিজ ক্ষমতায় মানি লন্ডারিং কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক তদন্ত করতে এবং নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম।

Q-34. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (MLPA), ২০১২ অনুযায়ী বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) এর স্থাপন এবং প্রকৃতি কী?

বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (MLPA), ২০১২ এর ২৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মূলত জুন ২০০২ সালে এন্টি মানি লন্ডারিং ডিপার্টমেন্ট (AMLD) হিসেবে গঠিত হয়েছিল, যা ২০১২ সালে BFIU নামে পুনঃনামকরণ করা হয়। MLPA, ২০১২ BFIU এর কার্যক্রমের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করে, যা বলে যে এটি তার নিজস্ব সীলমোহর, লেটারহেড এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাঙ্গণে নিজস্ব অফিস থাকতে হবে।

BFIU এর প্রধান কর্মকর্তা, যিনি সরকারের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত, তার মর্যাদা বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরের সমান। BFIU এর দায়িত্ব হলো মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (AML) এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ (CFT) সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন, যা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে হয়। BFIU প্রয়োজনে বিভিন্ন সরকারি ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা থেকে তথ্য এবং জনবলও অনুরোধ করতে পারে।

Q-35. সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STRs) বা সন্দেহজনক কার্যক্রম রিপোর্ট (SARs) জমা না দেওয়ার জন্য কী কী শাস্তি প্রযোজ্য? BPE-98th.

সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STRs) বা সন্দেহজনক কার্যক্রম রিপোর্ট (SARs) জমা না দেওয়ার জন্য উল্লেখযোগ্য শাস্তির বিধান রয়েছে, যা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) নিম্নলিখিত শাস্তি আরোপ করতে পারে:

1. **জরিমানা:** কোনো প্রতিষ্ঠান প্রতি দিনের জন্য ১০,০০০ টাকা হারে জরিমানা প্রদান করতে বাধ্য হবে, যা সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকায় পৌঁছাতে পারে। যদি কোনো আর্থিক বছরে তিনবারের বেশি জরিমানা হয়, BFIU ওই প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করতে পারে, যা বাংলাদেশে তার কার্যক্রম বন্ধ করার সমতুল্য।

2. **লাইসেন্স স্থগিত:** বারবার অনিয়মের কারণে প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করা হতে পারে, যা তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে পারে।

3. **ভুল তথ্যের জন্য জরিমানা:** যদি কোনো ভুল তথ্য বা বিবৃতি প্রদান করা হয়, প্রতিষ্ঠান ২০,০০০ থেকে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে জরিমানা পেতে পারে। পুনরাবৃত্ত অপরাধের ক্ষেত্রেও লাইসেন্স স্থগিত করা হতে পারে।

4. **ব্যক্তিগত শাস্তি:** দায়িত্বশীল মালিক, পরিচালক, কর্মকর্তা, এবং কর্মচারীদের উপরও ১০,০০০ থেকে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে জরিমানা আরোপ করা হতে পারে। এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশও দেয়া হতে পারে।

প্রশ্ন:-36. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (DNC) আপনার গ্রাহকের ব্যাংক তথ্য চেয়েছে। আপনি এই অনুরোধের জন্য কী ধরনের পর্যালোচনা করবেন? BPE-99th

যখন **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (DNC)** গ্রাহকের ব্যাংক তথ্য চাওয়ার জন্য অনুরোধ করে, তখন ব্যাংককে কঠোর **অনুমতি, আইন ও নিয়ম মেনে চলতে হয়**। অনুরোধ পর্যালোচনার প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপঃ

1. **আইনি সম্মতির পর্যালোচনা:** নিশ্চিত করতে হবে যে অনুরোধটি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা। গ্রাহকের তথ্য কেবল আইনগতভাবে অনুমোদিত হলে প্রদান করা যেতে পারে।
2. **নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন:** বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কর্তৃক অনুমোদিত কিনা তা যাচাই করতে হবে, কারণ তারা আর্থিক অপরাধ তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।
3. **আদালতের আদেশ যাচাই:** অনুরোধটি বৈধ আদালতের আদেশ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আইনগত অনুমোদন দ্বারা সমর্থিত কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।
4. **গ্রাহক যথাযথ পর্যালোচনা (CDD):** গ্রাহক সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (STRs) বা মানি লন্ডারিং, মাদক পাচার সম্পর্কিত কোনো অপরাধের সাথে জড়িত কিনা তা পরীক্ষা করা হবে।
5. **অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা ও অনুমোদন:** পরিপালন (Compliance) বিভাগ অনুরোধটি মূল্যায়ন করবে, এবং সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট বা কমপ্লায়েন্স অফিসারের অনুমোদন নিতে হবে।
6. **গোপনীয়তা ও তথ্য সুরক্ষা:** প্রয়োজনীয় তথ্যের ন্যূনতম পরিমাণ সরবরাহ করতে হবে এবং ব্যাংকের তথ্য গোপনীয়তা নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।
7. **নথি সংরক্ষণ:** অনুরোধ, অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা, এবং প্রদত্ত প্রতিক্রিয়া রেকর্ড করে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রক সংস্থার অডিটের জন্য প্রস্তুত থাকা যায়।

আইনগত ও নিয়ন্ত্রক অনুমোদন নিশ্চিত হওয়ার পরেই ব্যাংক DNC-কে তথ্য সরবরাহ করতে পারবে।

প্রশ্ন:37- অর্থপাচারের মামলার তদন্তকারী সংস্থাগুলো BPE-99th.

অর্থপাচারের মামলা এক বা একাধিক সংস্থা তদন্ত করতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট অপরাধের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। **মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা (MLPR), ২০১৯** অনুসারে, নিম্নলিখিত সংস্থাগুলো **তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে নির্ধারিত:**

1. **দুর্নীতি দমন কমিশন (ACC)** – দুর্নীতি ও ঘুষ সম্পর্কিত মামলাগুলোর তদন্ত পরিচালনা করে।
2. **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (DNC)** – অবৈধ মাদক ও মাদকদ্রব্যের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত মামলাগুলো তদন্ত করে।
3. **অপরাধ তদন্ত বিভাগ (CID), বাংলাদেশ পুলিশ** – জালিয়াতি, জালনোট, চাঁদাবাজি, প্রতারণা এবং সংঘবদ্ধ অপরাধের আর্থিক অপরাধ তদন্ত করে।

4. **বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC)** – ইনসাইডার ট্রেডিং, বাজার কারসাজি এবং পুঁজিবাজার সংক্রান্ত আর্থিক প্রতারণার মামলাগুলো দেখে।
5. **বাংলাদেশ কাস্টমস** – পাচার ও কাস্টমস-সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত পরিচালনা করে।
6. **জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)** – কর সংক্রান্ত অপরাধ এবং বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের মামলাগুলোর তদারকি করে।
7. **পরিবেশ অধিদপ্তর** – পরিবেশগত আইন লঙ্ঘনের সাথে জড়িত আর্থিক অপরাধের তদন্ত করে।

এই সংস্থাগুলো একাধিক অপরাধের ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করে, যাতে অর্থপাচারের বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়।

প্রশ্ন ৩৮: আর্থিক অপরাধ কী? কিছু সাধারণ আর্থিক অপরাধ ব্যাখ্যা করুন।
আর্থিক অপরাধ হলো এমন সব অবৈধ কাজ, যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আর্থিক লাভের জন্য করে থাকে। এসব অপরাধ সাধারণত অর্থ, সম্পদ বা সম্পদের মালিকানা নিয়ে প্রতারণা, মিথ্যা তথ্য বা পদক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে করা হয়।
উদাহরণ: কেউ ভুয়া ঋণ আবেদন তৈরি করে মিথ্যা কাগজপত্র দিয়ে ব্যাংক থেকে অর্থ তুলে নেয়।

কিছু সাধারণ আর্থিক অপরাধ:
1. **প্রতারণা (Fraud):** মিথ্যা তথ্য দিয়ে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাৎ করা।
2. **মানি লন্ডারিং (Money Laundering):** অবৈধ উৎস থেকে অর্জিত অর্থকে বৈধ দেখাতে বৈধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঘোরানো।
3. **ঘুষ ও দুর্নীতি (Bribery & Corruption):** অবৈধ সুবিধা পাওয়ার জন্য অর্থ বা উপহার লেনদেন।
4. **কর ফাঁকি (Tax Evasion):** আয় গোপন রেখে বা মিথ্যা তথ্য দিয়ে কর না দেওয়া।
5. **পরিচয় চুরি (Identity Theft):** অন্যের ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করে অর্থ চুরি বা প্রতারণা করা।
6. **ইনসাইডার ট্রেডিং (Insider Trading):** কোম্পানির গোপন তথ্য ব্যবহার করে শেয়ার কেনা-বেচার মাধ্যমে লাভ করা।

এসব অপরাধ দেশের অর্থনীতি এবং জনবিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

প্রশ্ন ৩৯: RO (Reporting Organization)-এর দায়িত্ব যথাযথভাবে না পালনের জন্য MLPA-তে কী কী শাস্তির বিধান রয়েছে?
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (MLPA) অনুযায়ী, যদি কোনো রিপোর্টিং প্রতিষ্ঠান (RO) তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করে, তাহলে নিচের শাস্তিগুলো হতে পারে:
1. **আর্থিক জরিমানা:** নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য আর্থিক শাস্তি আরোপ করা হতে পারে।
2. **সতর্কীকরণ:** বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) হতে অফিসিয়াল সতর্কতা নোটিশ দেওয়া হতে পারে।
3. **লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল:** প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্থগিত বা লাইসেন্স বাতিল করা হতে পারে।
4. **নাম প্রকাশ:** অপরাধী প্রতিষ্ঠানের নাম পত্রিকায় প্রকাশ করা যেতে পারে।
5. **অন্যান্য ব্যবস্থা:** AML মানদণ্ড রক্ষা করার জন্য BFIU অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।

এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ৪০: আপনি যখন একজন সম্ভাব্য গ্রাহকের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করতে যাচ্ছেন, তখন দেখতে পেলেন তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি (Influential Person - IP) এবং তার ঝুঁকির স্কোর বেশি। আপনি কী ধরনের যাচাই-বাছাই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন?
প্রভাবশালী ব্যক্তি শনাক্তকরণ: যদি গ্রাহক একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি (যেমন: রাজনীতিবিদ, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, ইত্যাদি) হন এবং তার ঝুঁকি বেশি হয়, তাহলে বাড়তি সতর্কতা নিতে হবে।

যাচাই-বাছাই (Due Diligence) ব্যবস্থা:
1. **বর্ধিত যাচাই (Enhanced Due Diligence - EDD):** আয়, সম্পদ ও আর্থিক পটভূমি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা।
2. **উচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন:** সম্পর্ক শুরু করার আগে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকের লিখিত অনুমোদন গ্রহণ।
3. **নিয়মিত তদারকি:** অ্যাকাউন্ট নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা যাতে সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত করা যায়।
4. **চলমান পর্যালোচনা:** গ্রাহকের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ ও ঝুঁকি মূল্যায়ন করা।
5. **স্ক্রিনিং:** স্যাংশন ও ওয়াচলিস্টের সাথে গ্রাহকের নাম মেলানো।

প্রশ্ন ৪১: বাংলাদেশ পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (DB) যদি কোনো গ্রাহকের তথ্য চায়, আপনি কী কী পর্যালোচনা করবেন?

যদি ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ (DB) কোনো গ্রাহকের ব্যাংক তথ্য চেয়ে আবেদন করে, ব্যাংককে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অনুরোধটি মূল্যায়ন করতে হবে। নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে:

1. **অনুরোধপত্র যাচাই:** আবেদনটি লিখিতভাবে প্রদান করা হয়েছে কিনা এবং সেটি DB-এর অনুমোদিত কর্মকর্তার স্বাক্ষর, অফিসিয়াল প্যাড ও সিলসহ আছে কিনা তা যাচাই করা।
2. **আইনি ভিত্তি নিশ্চিত করা:** অনুরোধটি *Bankers' Book Evidence Act, 1891* বা অন্য কোনো প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী বৈধ কিনা তা নিশ্চিত করা।
3. **অভ্যন্তরীণ অনুমোদন:** তথ্য সরবরাহের আগে ব্যাংকের আইন ও কমপ্লায়েন্স বিভাগ থেকে অনুমোদন গ্রহণ।
4. **গোপনীয়তা পর্যালোচনা:** ব্যাংকিং গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘন হবে কিনা তা বিবেচনা করে তথ্য প্রদান করতে হবে।
5. **রেকর্ড সংরক্ষণ:** আবেদন এবং তার ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপ যথাযথভাবে নথিভুক্ত রাখতে হবে।

প্রশ্ন ৪২: আপনি যখন একটি কোম্পানির অ্যাকাউন্ট খুলছেন এবং দেখতে পেলেন ৯৯% শেয়ার বিদেশি কোম্পানির এবং ১% স্থানীয় মালিকের, তখন কী ধরনের CDD অনুসরণ করবেন?

যদি কোনো কোম্পানির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সময় দেখা যায় যে, ৯৯% মালিকানা বিদেশি কোম্পানির এবং ১% স্থানীয় ব্যক্তির, তাহলে নিচের **Customer Due Diligence (CDD)** ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

1. **মূল সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) শনাক্তকরণ:** বিদেশি কোম্পানিকে ৯৯% মালিক হিসেবে নথিপত্রের মাধ্যমে যাচাই করতে হবে।
2. **বিদেশি প্রতিষ্ঠানের প্রমাণপত্র:** বিদেশি কোম্পানির নিবন্ধন সনদ, ব্যবসার বিবরণ, এবং অস্তিত্বের আইনি প্রমাণ সংগ্রহ করা।
3. **চূড়ান্ত মালিক নির্ধারণ:** বিদেশি কোম্পানির পিছনে যারা প্রকৃত মালিক বা নিয়ন্ত্রক, তাদের নাম ও পরিচয় যাচাই করা।
4. **স্ক্রিনিং:** বিদেশি কোম্পানি ও এর মূল কর্মকর্তাদের নাম স্যাংশন ও ওয়াচলিস্টে আছে কিনা তা যাচাই করা।
5. **ঝুঁকি মূল্যায়ন:** বিদেশি প্রতিষ্ঠান যুক্ত থাকায় এটিকে উচ্চ ঝুঁকির হিসেব ধরে *Enhanced Due Diligence (EDD)* প্রয়োগ করতে হবে।
6. **তহবিল উৎস:** সম্ভাব্য লেনদেন ও তহবিলের উৎস সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

প্রশ্ন ৪৩: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানির Beneficial Owner কীভাবে শনাক্ত করবেন?

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির মূল সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) শনাক্ত করতে হলে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে:

1. **মালিকানা কাঠামো বোঝা:** তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে অনেকগুলো ছোট শেয়ারহোল্ডার থাকে—মালিকানা ছড়িয়ে থাকে।
2. **প্রধান শেয়ারহোল্ডার খুঁজে বের করা:** কেউ যদি ৫% বা ১০% এর বেশি শেয়ার রাখে (নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্ধারিত সীমা অনুযায়ী), তাকে Beneficial Owner হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
3. **প্রকাশিত তথ্য পর্যালোচনা:** স্টক এক্সচেঞ্জের ফাইলিং, বার্ষিক প্রতিবেদন, ও অন্যান্য প্রকাশিত তথ্য দেখে মূল শেয়ারহোল্ডারদের চিহ্নিত করা।
4. **কোনো একক মালিক নেই:** অনেক সময় দেখা যায়, কোনো একক ব্যক্তি Beneficial Owner হিসেবে গণ্য হওয়ার মতো শেয়ার ধরে না।
5. **ব্যতিক্রম প্রয়োগ:** যখন কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত মালিকানা সীমা অতিক্রম না করে, তখন standard নিয়মে Beneficial Owner চিহ্নিত না-ও হতে পারে।
6. **নথিপত্র সংরক্ষণ:** যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তার নথি সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শেয়ারহোল্ডারের নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে।

প্রশ্ন ৪৪: আপনি কীভাবে আপনার গ্রাহকের তথ্য 'সম্পূর্ণ ও সঠিক' তা নিশ্চিত করবেন? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

ব্যাংকের পক্ষ থেকে গ্রাহকের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিশ্চিত করার জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন:

1. **KYC ফরম ব্যবহার:** Know Your Customer (KYC) ফরমের মাধ্যমে গ্রাহকের যাবতীয় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
2. **দলিল যাচাই:** গ্রাহক যেসব তথ্য দিয়েছেন, তা জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদি বৈধ কাগজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে।
3. **তথ্য মিলিয়ে দেখা:** নাম, ঠিকানা বা নম্বরের বানান প্রতিটি দলিলে একই আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে।
4. **শারীরিক যাচাই:** উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ঠিকানায় গিয়ে তথ্য যাচাই করা যেতে পারে।
5. **ডিজিটাল যাচাই:** জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাইয়ের জন্য NID পোর্টাল বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা যায়।

6. **উদাহরণ:** যদি গ্রাহক ফরমে "Md. Rahim" লেখেন, কিন্তু NID-তে "Mohammad Rahim" থাকে, তাহলে সরকারী পরিচয়পত্র অনুযায়ী নাম ব্যবহার করতে হবে।
7. **নথিপত্র সংরক্ষণ:** যাচাইকৃত কাগজের কপি এবং যাচাই প্রক্রিয়ার বিবরণ সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রশ্ন ৪৫: STR দাখিলের ক্ষেত্রে আপনার ব্যাংকের AML সেলের দায়িত্ব কী কী?

Anti Money Laundering (AML) সেলের Suspicious Transaction Report (STR) দাখিল সংক্রান্ত দায়িত্ব নিম্নরূপ:

1. **অস্বাভাবিক লেনদেন সংগ্রহ:** শাখা বা অন্যান্য বিভাগ থেকে পাওয়া সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট সংগ্রহ করা।
2. **লেনদেন বিশ্লেষণ:** গ্রাহকের প্রোফাইল, লেনদেনের ধরণ, ও আচরণ বিশ্লেষণ করা।
3. **অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা:** ঝুঁকি মূল্যায়ন করে দেখা STR-এর মানদণ্ড পূরণ করছে কি না।
4. **STR প্রস্তুত:** সন্দেহজনক হলে একটি পূর্ণাঙ্গ STR রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়, যাতে লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত থাকে।
5. **BFIU-তে দাখিল:** নির্ধারিত goAML প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে STR বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে (BFIU) জমা দেওয়া হয়।
6. **গোপনীয়তা রক্ষা:** STR সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয় এবং কোনো গ্রাহক বা অননুমোদিত ব্যক্তিকে জানানো হয় না।

প্রশ্ন ৪৬: MLPA অনুযায়ী BFIU-এর কোন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আছে যাতে RO গুলো AML ও CFT-তে সম্মত হয়?

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (MLPA) অনুসারে BFIU-এর নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে:

1. **পর্যবেক্ষণ ও তদারকি:** Reporting Organization (RO) যথাযথভাবে AML ও CFT আইন অনুসরণ করছে কিনা তা BFIU পর্যবেক্ষণ করতে পারে।
2. **তথ্য আহরণ:** তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো তথ্য বা দলিল RO-এর নিকট থেকে চাওয়া যায়।
3. **নির্দেশনা প্রদান:** BFIU প্রয়োজনীয় সার্কুলার, নির্দেশাবলি বা নির্দেশিকা জারি করতে পারে যাতে RO সমূহ আইন মেনে চলে।
4. **বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ:** আইন না মানলে BFIU সতর্কবার্তা, আর্থিক জরিমানা, বা কার্যক্রমে বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে।
5. **অডিট ও পর্যালোচনা:** BFIU নিজে অথবা প্রতিনিধি নিয়োগ করে AML/CFT সম্পর্কিত কার্যক্রম পর্যালোচনা করতে পারে।